বিষয়: মেয়েদের জন্য বিয়ের পর শ্বশুর-শাশুড়ির খেদমত করার গুরুত্ব ও ফজিলত।

আজকাল প্রায়ই একটা প্রশ্ন মুফতি সাহেবদের কাছে আসে যে ইসলামে কি মহিলাদের উপর শশুড় - শাশুড়ির খিদমত করা আবশ্যক বা ফরজ ?

🔹না, শ্বশুড়- শাশুড়ির খিদমত করা স্ত্রীর উপর ফরয নয়। মা-বাবার সেবা-শুশ্রূষা করা সন্তানের দায়িত্ব— পুত্রবধূর নয়। (আল-বাহরুর রায়েক : ৪/১৯৩; কিফায়াতুল মুফতি : ৫/২৩০) স্বামীর মা-বাবার খেদমতের প্রয়োজন দেখা দিলে, স্বামী নিজ কর্তব্যে তাদের সেবা-যত্ন করবেন। স্ত্রী যদি সন্তুষ্টচিত্তে শ্বশুর-শ্বাশুড়ির বা স্বামীর মা-বাবার সেবা করে, সেটা প্রশংসনীয়। বিনিময়ে তিনি বিপুল সওয়াব পাবেন।

তবে যেহেতু পুরুষদেরকে দিনের সিংহভাগ সময় জীবিকার তাগিদে বাড়ির বাইরে কাটাতে হয় এতে করে তাদের পক্ষে সর্বদা পিতা মাতার খিদমত করা এবং একই সাথে পরিবারের বাকি দায়ীত্ব পালন করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। তাই নারীদের জন্য শ্বশুড় শাশুড়ির সেবা করা শারীয়াহ কর্তৃক আরোপিত দায়ীত্ব না হলেও নৈতিক এবং মানবীয় কর্তব্য। এতে পারিবারিক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি বজায় থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা' আলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া-মমতা সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে। [১] সূরা আর- রুম, আয়াত ২১

উক্ত আয়াতে " তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও মায়া - মমতা সৃষ্টি করেছেন " অংশটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। স্বামী স্ত্রীর মাঝে ভালোবাসা, মায়া মমতা

থাকবে ; এটাই স্বাভাবিক। স্বভাবতই তারা একে অপরের কষ্ট লাঘবে চেষ্টারত থাকবে। একে অপরের কাজে সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দেবে।

বৈবাহিক সম্পর্ক শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষা নয়, বরং দাম্পত্যজীবন হৃদয় ও আত্মার মেলবন্ধন। শুধুমাত্র আইন পালন ও নিয়ম রক্ষার মাধ্যমে পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি টিকিয়ে রাখা যায় না। ফরয দায়ীত্বের বাইরেও কিছু দায়ীত্ব পালন করতে হয়।

ইসলামে নৈতিকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলাম মানুষকে শরঈ দায়ীত্বের ঊর্ধ্বে উঠে নৈতিকতার ওপর চলতে উদ্‌বুদ্ধ করে। বরং কল্যাণ তখনই হবে, স্বামী-স্ত্রী যখন রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের সুন্নাতের ওপর চলতে সচেষ্ট হবে। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজে নারীরাই বাড়ির যাবতীয় কাজ নিজ হাতে আঞ্জাম দিতেন।

শ্বশুর -শাশুড়ির সেবা করার রীতি সাহাবায়ে কেরামের জীবনেও দেখা যায়।

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، ـ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ ـ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، دَخَلَ فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي فَقُلْتُ نَعَمْ . فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ ".

কাবশাহ বিন্‌তে কা’ব ইব্‌নে মালিক (রহঃ) থেকে বর্ণিতঃ

তিনি ছিলেন আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ)-এর পুত্রবধূ। তিনি বলেন, একদা আবূ ক্বাতাদাহ (বাহির থেকে) আসলে আমি তার জন্য উযুর পানি দিলাম। এমন সময় একটি বিড়াল এসে তা থেকে পানি পান করতে লাগল। আবূ ক্বাতাদাহ বিড়ালের জন্যে পাত্রটি কাত করে ধরলেন। ফলে বিড়ালটি তৃপ্তি সহকারে পান করল। কাবশাহ বলেন, আবূ ক্বাতাদাহ দেখলেন, আমি তার দিকে থাকিয়ে আছি। তিনি বললেন, হে ভাতিজী! তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ বিড়াল অপবিত্র নয়। এরা সর্বদা তোমাদের কাছে ঘুরাফেরাকারী প্রাণী।[২] আবু দাউদ, ৭৫

উপরোক্ত হাদিস থেকে বোঝা যায়, কাবশা বিনতে কা'ব বিন মালেক (রাঃ) ছিলেন হযরত আবু কাতাদা (রাঃ)-এর পুত্রবধূ। কাবশা (রাঃ) বণর্না করেন, একবার আবু কাতাদা (রাঃ) [কাবশা (রাঃ)-এর শ্বশুর] ঘরে প্রবেশ করে অযূর পানি খোঁজ করেন। তখন কাবশা (রাঃ) শ্বশুরকে নিজ হাতে পানি ঢেলে দেন।

অনুকরণ এবং অনুসরণের জন্য স্বর্ণযুগের নারীরাই অগ্রগণ্য,যাদের জীবনের মাকসাদ ছিল সর্বদা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আল্লাহকে খুশি করতে তারা শুধুই ফরজ আমলেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের কোন সুযোগই তারা হাত ছাড়া করতেন না। ইখলাসের সাথে কষ্ট হলেও তারা হাসিমুখেই করে যেতেন অজস্র নেক আমল।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে শশুর- শাশুড়ির খেদমত করা নিঃসন্দেহে উত্তম আমল গুলোর একটি। খেদমত বলতে তাদের জন্য খাবার রান্না করা, অসুস্থ হলে সেবা করা, সময়মত ওষুধ খাওয়ানো, তাদের সাথে সম্মানমূলক আচরণ করা, ওযুর পানি এগিয়ে দেওয়া ইত্যাদি হতে পারে। হাদিসে এসেছে__

عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ.

আবদুল্লাহ্ ইবনু 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন্ জিনিসটি উত্তম? তিনি বললেন, তুমি খাদ্য খাওয়াবে ও চেনা অচেনা সকলকে সালাম দিবে। [৩] (২৮, ৬২৩৬; মুসলিম ১/১৪ হাঃ ৪২, আহমাদ ৬৭৬৫) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১১)

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ.

আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, রোগীর সেবা কর এবং কষ্টে

পতিতকে উদ্ধার কর।[৪][৩০৪৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫২৩৭, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫১৩৩)

সৃষ্টির সেবা করা, আল্লাহকে রাজি খুশি করার অন্যতম একটি আমল। আল্লাহর রহমত, বরকত ও সাওয়াব অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া করা, সৃষ্টির সেবা করা। ইসলাম এমন এক ধর্ম যেখানে পিপাসার্থ কুকুরকে পানি পান করানোর মধ্যমে এক ব্যভিচারী নারীকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং জান্নাত দান করেছেন।সৃষ্টির সেবা করা আল্লাহ তা' আলার ক্ষমা পাওয়ার অন্যতম একটি মাধ্যম।

আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّه مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَه" بِفِيهِ حَتّٰى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللهُ لَه" فَغَفَرَ لَه. قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنَّ لَنَا فِى هٰذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا فَقَالَ فِى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

এক ব্যক্তি কোন পথ ধরে চলছিল, এমতাবস্থায় তার খুব পিপাসা পেল। সে একটি কূপ দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পড়ল এবং পানি পান করল। এরপর সে বেরিয়ে এল। তখন সে দেখতে পেল যে, একটি কুকুর (পিপাসায়) জিব বের করে হাঁপাচ্ছে আর মাটি চাঁছে। লোকটি (মনে মনে) বলল, কুকুরটির আমার মত তীব্র পিপাসা পেয়েছে। তখন সে কুয়ায় নামল এবং তার (চামড়ার) মোজায় পানি ভরল পরে সে তার মুখ আটকে ধরে উপরে উঠল এবং কুকুরটিকে পান করালো, মহান আল্লাহ তার (এ 'আমলে) সন্তুষ্ট হলেন এবং তাকে মাফ করে দিলেন। (সাহাবীগণ) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা হলে কি আমাদের জন্য এসব প্রাণীর ব্যাপারে (সদাচরণে)-ও সাওয়াব রয়েছে? তিনি বললেন, প্রতিটি তাজা কলিজায় (প্রাণধারীতে) সাওয়াব রয়েছে।[৫]সহীহুল বুখারী : ৬০০৯; সহীহ মুসলিম : ৫৯৯৬।

যেখানে কুকুরের মতো প্রাণীকে পানি পান করানোর জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা 'আলা সেই ব্যভিচারিণীকে ক্ষমা করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন সেখানে মানুষ তো আশরাফুল মাখলুকাত। মানুষের প্রতি কল্যাণ ও উপকারের হাত বাড়িয়ে দেওয়া,

সকল জাগতিক প্রয়োজনে সাহায্য করা, সমাজের কিছু মানুষের মধ্যে পরস্পরে গোলমাল বা অশান্তি হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, অসুস্থকে দেখতে যাওয়া, সেবা করা, বিপদে পড়লে উদ্ধার করা, মাযলূম হলে সাহায্য করা, মৃত্যুবরণ করলে কাফন-দাফনে শরীক হওয়া ইত্যাদি সকল প্রকার মানব সেবমূলক কাজের জন্য অকল্পনীয় সাওয়াব ও মর্যাদার কথা অগণিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যতক্ষণ একজন মানুষ অন্য কোনো মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ তার কল্যাণে রত থাকবেন। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা যে মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকার করে। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় নেক আমলকোনো মুসলিমের হৃদয়ে আনন্দ প্রবেশ করান, অথবা তার বিপদ, কষ্ট বা উৎকণ্ঠা দূর করা, অথবা তার ঋণ আদায় করে দেওয়া, অথবা তার ক্ষুধা দূর করা। আমার কোনো ভাইয়ের কাজে তার সাথে একটু হেঁটে যাওয়া আমার নিকট মসজিদে এক মাস ইতেকাফ করার চেয়েও বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে যেয়ে তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবে কিয়ামতের কঠিন দিনে যেদিন সকলের পা পিছলে যাবে সেদিন আল্লাহ তার পা সুদৃঢ় রাখবেন। ... এইরূপ অগণিত হাদীস আমরা হাদীসের গ্রন্থে দেখতে পাই। [মুনযিরী, আত-তারগীব ৩/৩৪৬-৩৫১, মাজমাউয যাওয়াইদ ৮/১৯১, সহীহুল জামিয়িস সাগীর ১/৯৭।]

প্রত্যেক মানুষের অন্য মানুষের উপর কিছু হক্ক আছে। একজন মুসলিমের অন্য মুসলিমের উপর হক্ক আছে। প্রতিবেশির প্রতিও হক্ক রয়েছে। সেখানে সম্পর্কের দিক থেকে স্বামীর মা বাবা তো আরো নিকটবর্তী। প্রত্যেকটি নারীর কাছেই তার স্বামী অত্যন্ত প্রিয় এবং ভালোবাসার একজন ব্যক্তি। তাই নারীদের অবশ্যই চিন্তা করে দেখতে হবে যে তার স্বামীকে দুনিয়াতে এনেছেন তার শ্বশুর-শাশুড়ি। তাকে কষ্ট করে প্রতিপালন করেছেন এবং তার জন্য অজস্র ত্যাগ স্বীকার করেছেন। সুতরাং পুত্রবধূর উচিৎ কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সন্তুষচিত্তে শশুর শাশুড়ির খিদমত করা। সৎকর্মশীলা নারীরা স্বামীর সহযোগী ও অনুগত হয়। স্বামীকে এই কাজে সাহায্য করে যেমন অশেষ নেকি অর্জন করা যায় তেমনি স্বামীর মনেও তার প্রতি ভালোবাসা গাঢ় হয়।এছাড়াও এতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্যেও রয়েছে শিক্ষা। বাচ্চারা যখন দেখবে তাদের পিতা মাতা তাদের দাদা- দাদীকে সম্মানের সাথে খেদমত করছে,

সেবা যত্ন করছে; আদব শেখার পাশাপাশি তাদের মাঝে পিতা মাতার খেদমত করার মানুষিকতা গড়ে উঠবে এবং তারাও তাদের পিতা মাতার বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতার খেদমত করবে।

অনেক সময় দেখা যায় শশুর শাশুড়ি পুত্রবধূ সাথে তেমন আচরণ করেন না যেমনটা তাদের মেয়ের সাথে আচরণ করেন । এমতবস্থায় পুত্রবধূর দায়িত্ব হলো, তাঁদের সাথে দুর্ব্যবহার না করে সম্মানের সাথে শান্তভাবে সময় বুঝে ইসলামের আলোকে বুঝিয়ে বলা। এমন কোন কথা না বলা যাতে তারা অসম্মানিত হোন।তাদের কথায় কষ্ট পেলে ধৈর্য্য ধারণ করা। সবর করা। তাদের হেদায়েত জন্য দোয়া করা।কুরআনুল কারীমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন

—

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ

ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।

[বরং এ উভয়ের মধ্যে বিরাট তফাত।
এ হল অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক চারিত্রিক শিক্ষা যে, মন্দকে দূরীভূত কর ভাল দ্বারা। যা উৎকৃষ্ট তা দিয়ে নিকৃষ্ট প্রতিহত কর। অর্থাৎ, অন্যায়ের বদলা নাও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, যুলুমের বদলা নাও ক্ষমা করে, ক্রোধের বদলা নাও ধৈর্যধারণ করে, বেআদবীর বদলা নাও দৃষ্টিচ্যুত করে এবং মূর্খতা বা অশ্লীল কথার উত্তর দাও সহ্য করে নীরব থেকে। এর ফল এই হবে যে, তোমার শত্রু দেখবে তোমার বন্ধু হয়ে গেছে। তোমার থেকে দূরে দূরে থাকত এমন ব্যক্তি তোমার নিকটে হয়ে যাবে এবং তোমার রক্ত-পিপাসু ব্যক্তি তোমার বশীভূত ও প্রেম-পিপাসু হয়ে যাবে। [৬]সূরা ফুসসিলাত, আয়াত ৩৪

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَاَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ ۗ اِنَّمَا يُوَفَّي الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার বিশ্বাসী দাসগণ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর।যারা এ পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে, তাদের জন্য আছে কল্যাণ।আর আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত।ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। [৭] [সূরা যুমার, আয়াত ১০]

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالاَ حَدَّثَنَا ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ الْكَيْخَارَانِيِّ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ شَىْءٍ أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ " . قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً الْكَيْخَارَانِيَّ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ وَهُوَ خَالُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ يُقَالُ كَيْخَارَانِيٌّ وَكَوْخَارَانِيٌّ .

আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

নাবী (সাল্লাল্লাহি 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ মীযানের পাল্লায় সচ্চরিত্রের চেয়ে অধিক ভারী আর কিছুই নেই। [৮] সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৭৯৯

উত্তম চরিত্র এবং বিনয়ী মানুষকে পছন্দ করে না এমন কেউ নেই। সৎকর্মশীলা নারীরা তেমনই। সবর ও হিকমার মাধ্যমে নারী তার সংসারকে আগলে রাখবে। ছোট ছোট বিষয় গুলো উপেক্ষা করবে। তুচ্ছ কোন বিষয় নিয়ে নিজের পিতা মাতার কাছে অভিযোগ করবে না কিংবা শশুরালয়ের গীবত করবে না। এতে পরিস্থিতি আর ও খারাপ হবে। সুখ- শান্তিতে সমৃদ্ধ পরিবার হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিয়ামত। তাই অবশ্যই তা আল্লাহর কাছে চাইতে হবে এবং কোন বিপদে পড়লে আল্লাহর কাছেই সাহায্য পার্থনা করতে হবে।

বর্তমানে নারীদের মধ্যে শশুড়- শাশুড়িদের খিদমতের প্রতি অনীহা প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে। প্রায়ই পত্রিকায়, নিউজ চ্যানেলে অসহায় বৃদ্ধ - বৃদ্ধাদের রাস্তায় পড়ে থাকার সংবাদ শোনা যায়। নৈতিকতার কতটা অবক্ষয় হলে বৃদ্ধ মানুষদের এভাবে রাস্তায় ঠাই হয়!! কারো বা জায়গা হয় বৃদ্ধাশ্রমে। পিতা-মাতার প্রতি এরূপ আচরণের কারণে পুত্রে আখিরাত বর্বাদ হবে এবং দুনিয়াতেও এর ফল ভোগ করতে হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় স্ত্রীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উস্কানিতেই অনেক পুরুষ তার পিতা মাতার প্রতি অত্যাচার করে। এতে স্ত্রীও অবশ্যই গোনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রবীণের সংখ্যা এক কোটি ৫০ লাখের মতো।বেসরকারি এক জরিপে জানা গেছে, বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লাখ প্রবীণ অসুস্থ, অসহায়, অবহেলিত, নিঃসঙ্গ ও সেবাহীন দিন কাটাচ্ছেন। বর্তমান সমাজে সবচেয়ে অবহেলার শিকার অসহায় প্রবীণরা।সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং ধর্মীয় অনুশাসনের অভাবে দেশে বৃদ্ধ বাবা-মা কত যে অসহায় জীবন যাপন করছেন, বাইরে থেকে তা বোঝা দুষ্কর। অনেক সময় বৃদ্ধ বাবা-মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাড়ি পাহারা, সন্তান দেখাশোনা, বাজার করানো, সন্তানকে স্কুলে পাঠানো, ধমক দিয়ে কথা বলা, অপমানজনক আচরণ করা, চিকিৎসা না করানো, আলাদা রাখা, এমনকি শেষ সম্বল পেনশনের টাকা, জায়গা-জমি বাড়ি পর্যন্ত জোর করে লিখে নেয়ায় মতো ঘটনা ঘটছে। সন্তান ও পুত্রবধূর হাতে নির্যাতনের ঘটনাও ঘটছে অহরহ। আর মাদকাসক্ত ছেলেমেয়ে, বাবা-মাকে হত্যা পর্যন্ত করছে। বাবা-মাকে বাড়িতে তালাবদ্ধ করে নিয়মিত স্বামী-স্ত্রী কর্মস্থলে চলে যায়, এই দৃশ্য এখন ডাল-ভাত। কক্ষে একা আটকা রেখে পাঁচ-সাত দিনের জন্য সন্তানদের বাইরে বেড়াতে যাওয়ার কথা জানা যাচ্ছে। পারিবারিক বা সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিবারের সব সদস্য অংশ নিলেও বৃদ্ধ বাবা-মাকে ঝামেলা মনে করে সাথে নিতে চায় না অনেকে। বহু প্রবীণের থাকার জায়গাও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। সন্তানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অজুহাতে অসুস্থ বাবা-মায়ের খোঁজ পর্যন্ত নিতে চায় না অনেকে। (দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২০)

অনেক সময় দেখা যায় স্বামী স্ত্রী উভয় চাকুরীজিবী। স্বামী তার পিতা মাতার খেদমতের জন্য খাদিমা রেখে নিজেরা অনত্র থাকেন। প্রথমতো স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়ীত্ব তার স্বামীর। স্ত্রীর দায়ীত্ব ঘর সামলানো। নিজের আসল দায়ীত্ব ফেলে চাকুরী করা তার জন্য জায়েজ নেই। এদিকে বৃদ্ধ অসহায় মাতা পিতা খাদিমা দ্বারা নির্যাতিত হয় এমন ঘটনাও অহরহ ঘটছে। পরিবারের সদস্যরা যেভাবে তাদের ভালোবাসা, মায়া- মমতা দিয়ে খেয়াল রাখেন; টাকার বিনিময়ে সেই মায়া -মমতা দিয়ে খাদিমারা খিদমত করবে না এটাই স্বাভাবিক।

আফসোসের বিষয় আজ সমাজের নারীরা ফেমিনিজমে আক্রান্ত। যে কাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, অশেষ নেকি হাসিল করা যেত সে কাজকে আজ তারা হীন মনে করে; বাড়ির কাজ করাকে তারা তুচ্ছ মনে করে। বাইরে গিয়ে কাজ করাকে

সম্মানের মনে করে। মানুষের মেকি সম্মান তো কোন কাজেই আসবে না সেদিন। আল্লাহর কাছে যে ব্যক্তি সম্মানিত সেই প্রকৃত সম্মানীত। আজ একটু কষ্টের বিনিময়ে যদি আল্লাহর কাছে প্রিয় হওয়া যায় তাহলে সেটা কতই না উত্তম।

এমনকি দ্বীনি কমিউনিটিতেও কিছু বোন বিয়ের বায়োডাটায় উল্লেখ করেন বিয়ের পর শ্বশুর - শাশুড়ির সাথে থাকতে চান না। স্বামীর সাথে শুধু দুনিয়াতে নয় জান্নাতেও থাকতে চান মা শা আল্লাহ। অথচ তারা ভুলে যান যে শশুর- শাশুড়ির সন্তুষ্টির উপরেও স্বামীর জান্নাতে যাওয়া - না যাওয়া নির্ভর করে। আল্লাহ আমাদের সঠিক বুঝ দান করুন।

অনেক দ্বীনদার নারী বাড়ির সমস্ত দায়ীত্ব ভালো ভাবে পালন করেন কিন্তু তাদের মধ্যে আফসোস থেকে যায় ; বেশি পরিমানে কুরআন তিলাওয়াত না করতে পারার, নফল স্বলাত বা নফল সওম পালন না করতে পারার। তাদের আফসোস বা দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই। এগুলোও ইবাদাত। ইবাদতের ধরণ পরিবর্তিত হলেও ইবাদতের মাকসাদ কিন্তু একই আছে, সেটা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি।

কুরআন-সুন্নাহের আলোকে আমরা দেখি যে, বেলায়াতের পথের কর্মগুলির পর্যায়, তথা মুমিন জীবনের সকল কর্মের গুরুত্ব ও পর্যায়গুলি নিম্নরূপঃ

প্রথমত, ঈমান : সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সবকিছুর মূল বিশুদ্ধ ঈমান। ঈমানের ক্ষেত্রে ত্রুটিসহ পরবর্তী সকল নেক কর্ম ও ধার্মিকতা পন্ডশ্রম ও বাতুলতা মাত্র।

দ্বিতীয়ত, বৈধ উপার্জন : ঈমানের পরে সর্বপ্রথম দায়িত্ব বৈধভাবে উপার্জিত জীবিকার উপর নির্ভর করা। সুদ, ঘুষ, ফাঁকি,

ধোঁকা, জুলুম ইত্যাদি সকল প্রকার উপার্জন অবৈধ। অবৈধ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারীর ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়।

তৃতীয়ত, বান্দার হক সংশ্লিষ্ট হারাম বর্জন : কর্মের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম ও সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফরয কর্ম। ফরয কর্ম দুই প্রকার: প্রথম প্রকার যা করা ফরয ও দ্বিতীয় প্রকার যা বর্জন করা ফরয, যা "হারাম" নামে অভিহিত। হারাম দুই প্রকার: এক প্রকার পৃথিবীর অন্যান্য মানুষ ও সৃষ্টির অধিকার বা পাওনা নষ্ট বা তাদের কোনো ক্ষতি করা বিষয়ক হারাম। এগুলি বর্জন করা সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, আল্লাহর অন্যান্য আদেশ নিষেধ বিষয়ক হারাম বর্জন।

পঞ্চমত, ফরয কর্মগুলি পালন।

ষষ্ঠত, মাকরূহ তাহরীমি বর্জন ও সুন্নাতে মু'আক্কাদা কর্ম পালন।

সপ্তমত, মানুষ ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

অষ্টমত, ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফল ইবাদত পালন।

এখানে আমরা দেখতে পাই ব্যক্তিগত সুন্নাত-নফল ইবাদত পালনের চাইতে মানুষ ও সৃষ্টির সেবা ও কল্যাণমূলক সুন্নাত-নফল ইবাদত পালনের গুরুত্ব বেশি। অথচ আমদের সমাজে সবকিছুর চাইতে ৮ নং কেই বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ও তাঁর প্রিয়তম রাসূল (সা.) যে কর্মের যতটুকু গুরুত্ব প্রদান করেছেন তাকে তার চেয়ে কম গুরুত্ব প্রদান করা যেমন কঠিন অপরাধ ও তাঁদের শিক্ষার বিরোধিতা, বেশি গুরুত্ব প্রদানও একই প্রকার অপরাধ। [৯]রাহে বেলায়াত ১ম অধ্যায়।

নারীরা শশুর-শাশুড়ির সেবা করলে সেটা নৈতিক দায়ীত্বের বহিঃপ্রকাশ এবং প্রশংসার দাবিদার। স্বামীর উচিত স্ত্রীর সহযোগীতার কারণে তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা তার প্রশংসা করা। সেই সাথে স্ত্রী পিতা মাতার খেদমত করছে বলে নিজেকে পুরোপুরি দায় মুক্ত না মনে করা। নিজেও সাধ্যমত তাদের খেদমত করা, খোজ খবর রাখা, তাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বহন করা। কিছু কিছুক্ষেত্রে দেখা যায় বিয়ের পর স্বামীরা পিতা মাতার খিদমতের সমস্ত দায়ীত্ব স্ত্রীকে দিয়ে নিজেরা তাদের পিতা মাতার সাথে ভালোভাবে কথা বলেন না বা সময় দেন না।এতে মায়েরাও ভাবেন ছেলে

স্ত্রীকে পেয়ে মায়ের কথা ভূলে গিয়েছে। তখন পুত্রবধু যতই সেবা যত্ন করুক না কেন তারা সন্তুষ্ট হন না। যার প্রভাব পরিবারের সবার উপরই পড়ে। সম্পর্ক নষ্ট হয় এবং সংসারের সুখ শান্তি বিনষ্ট হয়।

সন্তানকে গর্ভধারণ, দুগ্ধ পান করানো, তার পেশাব পায়খানা পরিষ্কার করা, ঘুমবিহীন রাত কাটিয়েছেন মা। মা পুত্রবধুর খেদমতের চাইতে নিজ সন্তানের খেদমতের বেশি হক্বদার। সন্তান যে আবেগ মুহাব্বাতের সাথে মায়ের খিদমত করবে তা অন্য কারো পক্ষে হয়তো ততটা আবেগ ও মুহাব্বাতের সাথে খেদমত করা সম্ভব নয়। কারণ মা সন্তানের সম্পর্কটা সন্তান দুনিয়ার আসার ১০ মাস আগে থেকেই হয়। তাই স্বামীর উচিৎ হবে না স্ত্রী থেকে তার সাধ্যের বাইরে কিছু আশা করা। নিজ পিতা মাতার খেদমত নিজেকেই যথাসাধ্য করতে। স্ত্রী একাজে সহযোগীতা করতে পারে এবং সহযোগীতা করা অবশ্যই উচিৎ। কিন্তু শশুর শাশুড়ির খেদমতের সমস্ত দায়ীত্ব স্ত্রীর উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া স্বামীর পিতা মাতার প্রতি উদাসীনতারই বহিঃপ্রকাশ। হাদিসে এসেছে___

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ» . قِيلَ: مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لم يدْخل الْجنَّة» . وَرَاه مُسلم

উক্ত রাবী [আবূ হুরায়রা (রাঃ)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তার নাক ধুলোয় মলিন হোক, তার নাক ধূলোয় মলিন হোক, তার নাক ধূলোয় মলিন হোক (তথা অপদস্থ হোক)। তিনি জনৈক সাহাবী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলেন, হে আল্লাহর রসূল! কে সে? তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেনঃ যে ব্যক্তি নিজের পিতা-মাতার কোন একজনকে বা উভয়কে বার্ধক্য অবস্থায় পেল, অথচ (তাদের খিদমাত করে) সে জান্নাতে প্রবেশ করল না। [১০] সহীহ : মুসলিম ১০-(২৫৫১), সহীহুল জামি' ৩৫১১, সহীহ আত্ তারগীর ওয়াত তারহীব ২৪৯০, সহীহ আল আদাবুল মুফরাদ ১৬।

সেই সাথে পুরুষদের উচিৎ নিজের মা এবং স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা। স্ত্রীকে খুশি করতে গিয়ে মাকে কষ্ট না দেওয়া। কিংবা মাকে খুশি করতে গিয়ে স্ত্রীর প্রতি জুলুম না করা। দিন শেষে প্রত্যেককেই তার নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। একটি সুখী পরিবার গঠনে নারী পূরুষ উভয়েরই ভূমিকা রয়েছে। স্ত্রী যেমন স্বামীর হক্ব আদায় করবে, আনুগত্য করবে স্বামীও স্ত্রীর হক্ব আদায় করবে। হাদিসে এসেছে__

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

"নারী তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়লে, রমযানের রোযা পালন করলে, ইজ্জতের হিফাযত করলে ও স্বামীর আনুগত্য করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।[১১]ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, সহীহ, মুসনাদে আহমদ, প্রভৃতি, মিশকাতুল মাসাবীহ ৩২৫৪নং

«عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীদের নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি"।[১২]ইবন মাযাহ: হাদীস নং ১৯৭৭, তিরমিযী: হাদীস নং ৩৮৯৫।

সম্মানীত পাঠক প্রবন্ধটির উদ্দ্যেশ আম ভাবে নারীদেরকে পারিবারিক সুখ -শান্তি বজায় ও অশেষ নেকি হাসিলের লক্ষ্যে শশুর-শাশুড়ির সেবা করার প্রতি উৎসাহীত করা। তবে অনেক জায়গায় যৌতুক বা অন্যান্য কারণে পুত্রবধুরাও নির্যাতিত হন এটাও সত্য। ইসলাম না পুত্রবধুদের প্রতি নির্যাতন আর না শশুর- শাশুড়ির প্রতি নির্দয় মনোভাব, কোনটাই সমর্থন করে না। সবাই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা -সম্মান, ভালোবাসা প্রদর্শন করবে এটাই কাম্য।

নাম: তানজিমা আক্তার
ব্যাচ: ১৯০২
রোল :১৯০২১৩৫
ঠিকানা: ঠাকুরগাঁও রোড, ঠাকুরগাঁও
মোবাইল : ০১৭১৬৭৯৮৯৮৮